PRINT

সমকাল

শিক্ষকরাই আলোর দিশারি

সমকালীন প্রসঙ্গ

১১ ঘণ্টা আগে

মো. শাহজাহান আলম সাজু

এ মাসের ৫ তারিখ ছিল বিশ্ব শিক্ষক দিবস। শিক্ষকরা শিক্ষা দেন। আমাদের দ্রুত বিকাশমান বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার গুরুত্বও বাড়ছে। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার হারও বাড়তে থাকে। তবে কোনো শিক্ষানীতি না থাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ছিল না বিধায় বিভিন্ন ধারা, যেমন সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা (আলিয়া, কওমি) প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো নীতিমালাই ছিল না। ফলে স্ব-অর্থায়নে সারাদেশে ব্যাপক সংখ্যক কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম এবং কওমি মাদ্রাসা গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে সরকারেরও

খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ নেই। শেখ হাসিনার সরকার ২০১০ সালে বহু কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার প্রায় ৯৮ শতাংশ বেসরকারি খাতে পরিচালিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর বাইরে আরও সাত হাজার এমপিও-বহির্ভূত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা সরকার থেকে কোনো বেতনই পায় না। বর্তমান

সরকার ২০১২ সালে ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছে। এতে এক লাখ দুই হাজার শিক্ষক সরকারি শিক্ষকের মর্যাদা লাভ করেন।

বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক আর্থিক বৈষম্য রয়েছে। এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষকরা জাতীয় বেতন স্কেলে শতভাগ বেতন পেলেও তাদের বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এখনও বৈষম্য রয়েছে। তবে শেখ হাসিনার সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ, যেমন জাতীয় স্কেলে বেসরকারি শিক্ষকদের অন্তর্ভুক্তি, বার্ষিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি, বৈশাখী ভাতা, কল্যাণ ও অবসর বোর্ডের জন্য ১৬৭৪ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রভৃতি গ্রহণ করায় বৈষম্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। তবে বর্তমান সরকার গত ১০ বছরে শিক্ষা খাতে যে অবদান রেখেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় গভর্নিং কমিটি কিংবা ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে। এসব কমিটির অধিকাংশই রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে, কমিটির ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর শিক্ষকদের চাকরি নির্ভর করে। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধানসহ শিক্ষকরা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, আন্তরিক নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের চেয়ে সবসময় চাকরির আতঙ্কে ভুগতে থাকেন। এ ছাড়া বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানে বিপুল ফান্ড থাকে। অনেকের দৃষ্টি থাকে সেই ফান্ডের দিকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমাজের অনেক বিতর্কিত ব্যক্তিও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কমিটিতে ঢুকে পড়ে। তাদের অযাচিত, অনৈতিক হস্তক্ষেপে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। কমিটির সদস্যরা যদি সৎ ও আদর্শবান না হন, তাহলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে শিক্ষকদের মর্যাদা ও শিক্ষার মান ভূলুণ্ঠিত হয়। এসব কারণে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির দৌরাত্ম্য বন্ধসহ শিক্ষকদের চাকরির নিশ্চয়তা বিধান এবং শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ এখন সময়ের দাবি। আবার শুধু জাতীয়করণ হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এমনটা ভাবা ঠিক নয়। সরকারকে অত্যন্ত ভেবেচিন্তে সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয়করণ করতে হবে, যাতে জাতীয়করণের সুফল জাতি পায়। একই সঙ্গে শিক্ষক সমাজকেও শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব পালনে আরও কর্তব্যসচেতন, ন্যায়নিষ্ঠ, সৃজনশীল, উদার মানবিকতাসম্পন্ন এবং নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। অবশ্য ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে ঘোষণা দিয়েছেন- সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে জাতীয়করণ করা হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশ দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এখনও পর্যাপ্ত বরাদ্দ সুনিশ্চিত হয়নি। জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ঘোষিত জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে জিডিপির ৮ শতাংশ

এবং সর্বশেষ ডাকারে অনুষ্ঠিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষামন্ত্রীদের সভায় আপাতত জিডিপির ৬ শতাংশ বরাদ্দের সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষর করলেও এ যাবৎ জিডিপির ২ দশমিক ৩ থেকে ২ দশমিক ৪ শতাংশের বেশি বরাদ্দ সরকার দিতে পারেনি।

১৯৬৬ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষকদের উচ্চতর মর্যাদা ও বিশেষ অধিকারের পাশাপাশি দেশ-জাতির জন্য অপরিহার্য 'জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণ'-এর কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। শিক্ষকরা সেই জ্ঞান সৃষ্টি ও বিতরণ কতটুকু করতে পারছেন- সেই প্রশ্নও এসে যায়। তথাপি শিক্ষকদের অধিকারের পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষকতা শুধুই একটি চাকরি নয়। শিক্ষকরা সুনাগরিক গড়ার কারিগর। এটি এমন একটি পেশা, যা সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত। শিক্ষকরাই সব বাধাবিঘ্ন দূর করে একটি জাতিকে অন্ধকারে আলোর পথ দেখাতে পারেন।

সাধারণ সম্পাদক

স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ

salamshaju@yahoo.com

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com